"গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

যশোরে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে বদলে গেছে কৃষকের ভাগ্য

অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নে:
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

"গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

যশোরে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে বদলে গেছে কৃষকের ভাগ্য

অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নে:
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল

মে-২০১৩

সম্পাদনা পরিষদ

শান্তিরাম বিশ্বাস
সহকারী পরিচালক, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

মোঃ মসিয়ার রহমান
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

মোঃ কামরুল ইসলাম খান
এরিয়া ম্যানেজার, নড়াইল এরিয়া, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

মোঃ ফজলুর রহমান
সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার, ফেডেক প্রকল্প, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়: টিম অরেঞ্জ কমিউনিকেশন

প্রকাশক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত।

তথ্য সূত্র: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাঘারপাড়া ও শার্শা উপজেলা কৃষি অফিস, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সমকাল ও দৈনিক কালের কণ্ঠ। প্রচ্ছদের ছবি: সংগৃহীত।

সভাপতি
পরিচালনা পর্ষদ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাণী

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, যশোর পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং এর বৈচিত্রায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন ২০০১ সালে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রম চালু করে।

ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান সম্ভাবনাময় উপ-খাতের উন্নয়নে পিকেএসএফ ২০০৮ সালে একটি বিশেষায়িত প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। সম্ভাবনাময় উপ-খাতের সম্প্রসারণে এ খাতসমূহে বিরাজমান সমস্যা দূরীকরণ ও সংশ্লিষ্ট উপ-খাত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করতে পিকেএসএফ এ প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন (সরবরাহ ধারাবাহিকতা) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় সহযোগী সংস্থাগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ রকম ৩৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা পাচ্ছে।

পিকেএসএফের সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন যশোর জেলার বাঘারপাড়া ও শার্শা উপজেলায় "গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক একটি সরবরাহ ধারাবাহিকতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের জন্যে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে উদ্যোক্তারা দক্ষতার সাথে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে লাভবান হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া এ উপ-খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন এ সফল প্রকল্পের মূল্যায়নভিত্তিক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। এ প্রকাশনা গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের আগ্রহীকরণের মাধ্যমে এ উপ-খাতের সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পিকেএসএফ'র ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির নেতৃত্ব দিচ্ছে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ একটি লাভ জনক কৃষি খাত। অন্যান্য সবজির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি লাভবান হওয়ায় কৃষকরা এ চাষকে বেশি লাভজনক মনে করছে। দেশের মোট চাহিদার তুলনায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বাজারে গ্রীষ্মকালীন চাহিদা থাকায় কৃষকরা বেশি দামে টমেটো বাজারে বিক্রয় করতে পারছে। এ চাষের সাথে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী কৃষদেরকে দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন যশোর জেলার বাঘারপাড়া এবং শার্শা উপজেলায় পিকেএসএফ'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় "গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় মোট ৭০০ জন কৃষককে প্রকল্পভুক্ত করে টমেটো চাষের প্রশিক্ষণসহ প্রযুক্তি সহায়তা এবং উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। আমি আশা করি এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ খাত যেমন সম্প্রসারিত হবে তেমন টমেটো চাষীদের আয় বৃদ্ধি পাবে। দেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাহিদা পুরণে ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে।

আজাদুল কবির আরজু
নির্বাহী পরিচালক
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

যশোরে গ্রীষ্মকালীন টমেটো বদলে গেছে কৃষকের ভাগ্য

"গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন বাস্তবায়িত ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় "গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে টমেটো চাষ করে এ বছর ভাল লাভ করেছে বাঘারপাড়ার কৃষকরা।

আষাঢ়-শ্রাবণ থেকে টানা ছয় মাস তাদের হাতে কাজ থাকত না। জায়গা-জমি বলতে কিছুই ছিল না। যে কারণে অনেক সময়ই তাদের ঘরে ঠিকমতো তিন বেলা ভাতও জুটত না। অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটত দরিদ্র পরিবারগুলোর। সে জন্য অভাবের তাড়নায় তারা অন্য এলাকায় গিয়ে জমিতে বা অন্য কাজে কামলা খাটতেন। অথচ তারা সবাই এখন স্বাবলম্বী, অধিকাংশেরই ঘরবাড়ি পাকা হয়েছে। কম-বেশি জায়গা-জমিও কিনেছেন তারা। গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ করেই যশোরের বাঘারপাড়া ও শার্শার কৃষকরা নিজেদের ভাগ্য বদলে ফেলেছেন। অনেকেই ঘুচিয়েছেন দারিদ্র্য। বাঘারপাড়ার কৃষকদের এ সাফল্য দেখে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের কৃষকেরাও ইতিমধ্যে ব্যাপকহারে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এতে প্রতি মৌসুমে চাষের জমির পরিমাণ যেমন বাড়ছে, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এলাকার কৃষক।

পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে টমেটো চাষ করে এ বছর ভালো লাভ করেছেন বাঘারপাড়ার কৃষকরা। খরচ বাদ দিয়ে অনেক কৃষক তিন থেকে চার লাখ টাকা পর্যন্ত লাভ করেছেন।

লাভের টাকায় কেউ আবাদি জমি কিনছেন, আবার কেউ পাকা বাড়িও করেছেন। ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতও করছেন। কিনেছেন নানা ধরনের কৃষি সরঞ্জাম। আবার কেউবা কিনেছেন দামি মোটরসাইকেল। সৃষ্টি হয়েছে অনেকের মৌসুমি কর্মসংস্থান। টমেটো আবাদে বিশেষ সফলতার জন্য কৃষি পদকও পেয়েছেন এখানকার সফল দুই কৃষক।

টমেটো চাষে রীতিমতো বিপ্লব ঘটে গেছে। এক সময় যে জমিতে ভালো ধান হতো না, সেই জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে কৃষকের এখন ভাগ্য বদলে গেছে। ৪-৫ বছরের ধানের টাকা এখন এক বছরের টমেটোতেই উঠে আসছে। তবে স্থানীয় কৃষকদের দাবি, বাঘারপাড়া ও শার্শার টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করলে তারা আরো লাভবান হবেন।

পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এখন যশোর জেলায় ৬০ হেক্টর অর্থাৎ ৪৫০ বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ হচ্ছে। যশোরের বাঘারপাড়ায় সরেজমিনে দেখা গেছে, পলিথিনের শেড দিয়ে টমেটো চাষ করা হয়েছে। গাছে থোকায় থোকায় টমেটো ঝুলছে। কৃষকরা কেউ টমেটো তুলে বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন, কেউ চটা দিয়ে গাছ বেঁধে দিচ্ছেন। মাঠের পর মাঠ টমেটো খেতের মধ্যে ছোট ছোট টংঘর। যেখানে রয়েছে কৃষকের গোটা পরিবার। কেউ বিশ্রাম নিচ্ছেন, আবার কেউ টমেটো খেতে কাজ করছেন। তেমনি একটি টংঘরে বিশ্রামরত কৃষক আক্কাছ আলী জানান, তিনি এবার এক লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫৫ শতক জমিতে টমেটোর চাষ করেছেন। এক মাসের ফলন বিক্রি করেই খরচের টাকা উঠে গেছে। আরও পাঁচ মাস টমেটো বিক্রি করা যাবে। আক্কাছ আলী জানান, অতীতে এই সময় মাঠে কোনো কাজ থাকত না বলে তিনি বাধ্য হয়ে মোটর গাড়িতে দিনমজুরির কাজ করতেন। টমেটোর চাষ করে গ্রামের অনেকের দিন ফিরেছে দেখে তিনিও গত বছর সাড়ে ২২ শতক জমি লিজ নিয়ে টমেটোর চাষ করেন। এতে তার প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হয়। টমেটো বিক্রি হয় আড়াই লাখ টাকার।

এলাকার কৃষকেরা জানান, এই টমেটোর চাষপদ্ধতি খুবই কঠিন। পরিবারের সবাইকে মাঠে এসে পড়ে থাকতে হয়। আকমত আলীর স্ত্রী খবিরন নেছা বলেন, ভোর থেকে স্বামী মাঠে কাজ করেন, আর আমি

প্রকল্পের একটি টমেটো ক্ষেতে পরিচর্যা করছেন কৃষক

সকালে রান্না করে ভাত নিয়ে মাঠে চলে আসি। কোনো কোনো দিন দুপুরে বাড়ি যাওয়ার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না। স্থানীয় কৃষক শেখ আফজাল হোসেন জানান, তিনি এবারই প্রথম ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৫ শতক জমিতে চাষ করেছেন। এরই মধ্যে তিনি ৭৫ হাজার টাকার টমেটো বিক্রি করেছেন। জানুয়ারি মাস পর্যন্ত টমেটো বিক্রি করা যাবে বলে তিনি আশা করেন।

মাত্র কয়েক বছর আগেও দিনমজুরের কাজ করতেন মহর আলী মোল্লা। ভিটের তিন কাঠা জমি ৩০ হাজার টাকায় কেনেন তিনি। সেখানে দক্ষিণ পাশে মাটির ঘর আর তার পাশে একচিলতে রান্নাঘরের জীর্ণদশা মহর আলী পরিবারের অতীত দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। হ্যাঁ, এখন আর মহর আলী দরিদ্র নন। তার আগেকার কুঁড়েঘরের মুখোমুখি নতুন যে বিশাল ভবনটি নির্মিত হচ্ছে সেটি মহর আলীর আর্থিক সচ্ছলতা জানান দিচ্ছে। একদা দরিদ্র দিনমজুর মহর আলী আজ পাকা দালানের মালিক বনে গেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে। প্রকল্পের সকল চাষীকে গামবুট, মাস্ক, টাউজার, স্প্রে মেশিন, হাতমোজাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প আওতাধীন মহর আলী মোল্লার মতো বলরামপুর গ্রামের ভূমিহীন দিনমজুররা এভাবেই একের পর এক দালানবাড়ির মালিক বনে যাচ্ছেন শুধু গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে। গ্রামটির অবস্থান যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলায়। গ্রামের মাটির রাস্তায় ভ্যানে গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বলরামপুরের চাষি ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক জালালউদ্দিন জানালেন, টমেটো চাষ করে গ্রামের নিঃস্ব মানুষদের ভাগ্য বদলের গল্প। বললেন, ৭ বছর আগেও এই গ্রামে আফসার মোল্লা ছাড়া কারও

প্রকল্পের একটি টমেটো শেড

প্রকল্পের একটি টমেটো ক্ষেতে হরমোন স্প্রে করছেন কৃষক

পাকা বাড়ি ছিল না, তার নিজেরও না। টমেটো চাষের লাভের টাকা দিয়ে সেবছর মাত্র দুইজন পাকা বাড়ি বানান। গত তিন বছরে গ্রামটিতে টমেটো চাষে বিপ্লব ঘটে গেছে। টমেটো বিক্রির লাভের টাকা দিয়ে একের পর এক বলরামপুরে গড়ে উঠেছে শতাধিক পাকা বাড়ি। মজার ব্যাপার হলো এসব বাড়ির মালিক টমেটো চাষিদের প্রায় সবাই ভূমিহীন। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে তারা টমেটো ফলান। গ্রামের গৃহস্থরা টমেটো চাষের জন্য বর্গা দিয়ে লাভও পাচ্ছেন ভালো। এক মৌসুমে শতকপ্রতি তাদের আয় দুই হাজার টাকা।

টমেটো চাষি আবু তালেব জানালেন, ১৫ শতক জমিতে টমেটো চাষে তার খরচ হবে এক লাখ টাকার মতো। টমেটো বিক্রি হবে অন্তত দুই লাখ টাকার। ক'দিন আগে ভ্যান চালিয়ে গ্রাম থেকে শহরে বাঁশ বিক্রি করে তার দিন চলত কোনোরকমে। এখন তিনি সংসারে সচ্ছলতার পাশাপাশি পাকা বাড়ির মালিকও হয়েছেন। জমি বলতে ভিটেটুকুই ছিল ভ্যানচালক নূর ইসলামের। তার ভাষায় তিন ক্লাস পর্যন্ত পড়ালেখা তার। কাঠাপ্রতি ২ হাজার টাকা করে এক বিঘা জমি লিজ নিয়েছেন তিনি। তার জমিতেই এখন দিনমজুর লাগে প্রতিদিন দুই থেকে চারজন। গত বছর মাটির ঘর ভেঙে সাড়ে ৩ লাখ টাকা খরচ করে তিন কামরার পাকা বাড়ি করেছেন। তার অভিযোগ, বাঘারপাড়া কৃষি ব্যাংক থেকে টমেটো চাষিদের শতকপ্রতি ৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়ার কথা থাকলেও তারা তা দিচ্ছে না। তাদের যুক্তি, চাষিরা জমির মালিক নন। অথচ অনেক জমির মালিক টমেটো চাষের নামে ঋণ নিয়ে তা শোধ করছেন না। পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প টমেটো চাষিদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিচ্ছে।

বিধবা মর্জিনাও ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় টমেটো চাষে কোমর বেঁধে নেমেছেন, তার একমাত্র ছেলে রাশেদকে সাথে নিয়ে। বলরামপুরের টমেটো বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে পাশের গ্রাম রুস্তমপুরেও।

একটি টমেটো শেড

সেখানকার মো. ইনছার আলী, মফিজুর রহমান, বিপুল হোসেনও সাফল্য পেয়েছেন টমেটো আবাদ করে। বিপুল হোসেন মাত্র দুই বছর ১০ কাঠা জমিতে টমেটো চাষ করে লাভের টাকায় তিন রুমের পাকা বাড়ি করেছেন। অনেক চাষি আবার বাড়ি না করে লাভের টাকা বিনিয়োগ করছেন জমি কেনায়। এভাবেই বলরামপুরের টমেটো বিপ্লব ভূমিহীন দিনমজুরদের দিন দ্রুতই পাল্টে দিচ্ছে।

কৃষকদের উদ্যোগে গঠিত দাদপুর-বলরামপুর টমেটো চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক জালালউদ্দিন বলেন, গ্রামের চাষিদের প্রশিক্ষণের জন্য দাদপুর বাজারে পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে একটি কৃষি তথ্য পরামর্শ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যেখান থেকে চাষিদের মৌসুমের শুরুতে টমেটো চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিনি জানান, তাদের উৎপাদিত টমেটো বিক্রি করা নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। স্থানীয় দাদপুর বাজারেই গড়ে উঠেছে টমেটোর বড় মোকাম। এ বাজারেই রয়েছেন চারজন পাইকারি আড়তদার। তারাই প্লাস্টিকের ক্যারোট (খাঁচি) পাঠিয়ে চাষিদের কাছ থেকে টমেটো সংগ্রহ করেন। জালাল উদ্দিন বলেন, এ বাজার থেকে প্রতিদিন অন্তত তিন থেকে চার ট্রাক টমেটো ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যশোর অঞ্চলের উপ-পরিচালক শেখ হেমায়েত হোসেন জানান, যশোরে বর্তমানে ৬০ হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি বাঘারপাড়া উপজেলায় চাষ হচ্ছে ২৮ হেক্টর জমিতে। সদর উপজেলায় চাষ হচ্ছে ১০ হেক্টরের বেশি জমিতে। জেলায় বছরে ১৩ থেকে ১৫ কোটি টাকার টমেটো উৎপাদিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই কর্মকর্তা আরো জানান, যশোরের গ্রীষ্মকালীন টমেটো ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছে। এটির চাষ লাভজনক বলে অনেকেই এগিয়ে আসছেন।

আমদানি নয়, এখন রপ্তানির কথা ভাবছেন কৃষক

"গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সবজি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সাহাবউদ্দিন উচ্চ তাপমাত্রা সহনীয় এই টমেটোর জাত উদ্ভাবন করেন। তিনি জানান, দেশের কয়েকটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ জাতের টমেটোর চাষ করা হলেও একমাত্র যশোরের বলরামপুরেই সবচেয়ে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে যেসব সবজি চাষ করা হয় তার মধ্যে টমেটো অন্যতম। এর ইংরেজি নাম Tomato এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Solanum lycopersicum.* টমেটো একটি শীতকালীন সবজি। শীতকালীন সবজি হলেও এর কয়েকটি জাত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে চাষ করা যায়। লাভজনক হওয়ায় দেশের কয়েকটি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তেমন একটি এলাকা হল যশোর অঞ্চল। পিকেএসএফ'র গুচ্ছ ব্যবসা কেন্দ্রের আওতায় ফেডেক প্রকল্পের মাধ্যমে টমোটো চাষীদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। দেশের অনেক স্থানে এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টমেটো চাষ ও বাজারজাত করা হয়। টমেটো হচ্ছে একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। কচি ও পাকা টমেটো সালাদ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রান্নায় টমেটো ব্যবহার করা হয়। এছাড়া টমেটো দিয়ে সুস্বাদু সস, কেচাপ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। তাই টমেটোর চাহিদা সব সময়ই থাকে। টমেটো চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয় করা সম্ভব। এছাড়া দেশের চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সহায়তা দিয়ে থাকে।

টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য যশোরে কোনো হিমাগার না থাকায় বাজারে যখন টমেটোর আমদানি বাড়ে তখন দাম কমে। এ ব্যাপারে দরাজহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা বলেন, ভ্যান চালিয়ে, কামলা খেটে ও মোটর গাড়ির হেলপারি করে যারা অতি কষ্টে দিন কাটাতেন, আজ তারা স্বাবলম্বী হয়েছেন। এই সাফল্য ধরে রাখতে তিনি বলরামপুর বাজারে সবজির একটি হিমাগার স্থাপনের দাবি জানান।

চাষপদ্ধতি: কৃষকেরা জানান, তুলনামূলকভাবে একটু উঁচু জমিতে এই টমেটোর চাষ করতে হয়, যাতে

জমিতে পানি না আটকে যায়। জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাসের মধ্যে বীজতলা তৈরি করতে হয়। সাদা মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বীজতলা বিশেষ পদ্ধতিতে নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। ১০ থেকে ১৫ দিন পর বীজতলা থেকে চারা তুলে ৩২ দিনের মাথায় ফল ধরতে শুরু কৃষকরা সারিবদ্ধভাবে মাচা করে করে সেচ দিতে এবং টমেটো টমেটো পচে না, দাগ লাগে না, খেয়ে ফেলে। কীটনাশক স্প্রে জমিতে লাগাতে হয়। ৩১ থেকে করে। সরেজমিনে দেখা যায়, টমেটো গাছ লাগিয়েছেন। এতে তুলতে সুবিধা হয়। এ ছাড়াও মাচায় পাখি বসে পোকা মাকড় করতে হয় না।

লাভজনক হওয়ায় দেশের কয়েকটি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশের অনেক স্থানে এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টমেটো চাষ ও বাজারজাত করা হয়। টমেটো হচ্ছে একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি।

যেখান থেকে শুরু: ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সবজি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সাহাবউদ্দিন উচ্চ তাপমাত্রা সহনীয় এই টমেটোর জাত উদ্ভাবন করেন। তিনি জানান, দেশের কয়েকটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ জাতের টমেটোর চাষ করা হলেও একমাত্র যশোরের বলরামপুরেই সবচেয়ে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এ গ্রামে প্রথম টমেটোর চাষ করেন খান মোকাদ্দেস আলী ও নূর মোহাম্মদ। মোকাদ্দেস আলী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র যশোরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক সহকারী। তিনি জানান, নতুন জাতের টমেটোর পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী প্লটের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। প্রথম বছর তিনি ও নূর মোহাম্মদ চাষ করেন। ফলন ভালো হওয়ায় পরের বছর আরও দু'জন উদ্বুদ্ধ হন, যা পরবর্তী বছরগুলোতে আরও বাড়ে। তবে ২০০৫ সালে এই টমেটোর হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনের পর থেকেই ব্যাপক হারে এর প্রসার ঘটতে থাকে।

ভ্যালু চেইন প্রকল্পের টমেটোর বাজারজাতকরণ দেখছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

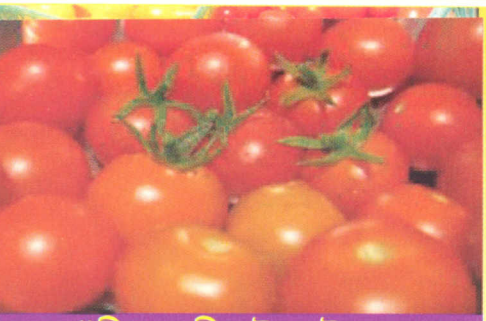

টমেটো চাষে কৃষকের সাফল্যগাঁথা

"গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

টমেটো আবাদ করে ২০০৫ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে সেরা টমেটো চাষির খেতাব অর্জন করেন জালালউদ্দিন। পুরস্কারপ্রাপ্ত এই কৃষক গত মৌসুমে ২০ শতক জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ করেন। দুই লাখ ৪০ হাজার টাকার টমেটো বিক্রি করেন তিনি।

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বলরামপুর গ্রামের কৃষক জালাল উদ্দিন। তিনি দাদপুর-বলরামপুর টমেটো চাষী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ২০০৩ সাল থেকে তিনি টমেটো আবাদ করে আসছেন। টমেটো আবাদ করে সফলতার স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। অর্জন করেছেন জাতীয় কৃষিপদক। টমেটো আবাদ করে ২০০৫ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে সেরা টমেটো চাষির খেতাব অর্জন করেন তিনি। পুরস্কারপ্রাপ্ত এই কৃষক জালালউদ্দিন বলেন, গত মৌসুমে তিনি ২০ শতক জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ করেন। দুই লাখ ৪০ হাজার টাকার টমেটো বিক্রি করেন তিনি। তার খরচ হয়েছিল এক লাখ ৩০ হাজার টাকা। খরচ বাদ দিয়ে টমেটো বিক্রি করে জালাল উদ্দিন লাভ করেন এক লাখ ১০ হাজার টাকা। তিনি বলেন, অন্যান্য ফসল থেকে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ করে তিনি বেশি লাভবান হচ্ছেন। এ কারণে টমেটো আবাদ এবং বিক্রি করাই জালাল উদ্দিনের একমাত্র ধ্যান বলে তিনি জানান। কেবল টমেটো বিক্রির লাভের টাকায় তিনি ২০ লাখ টাকা দিয়ে এক বিঘা জমিও কিনেছেন বলে জালালউদ্দিন জানান।

টমেটো চাষে জাতীয় কৃষিপদক পেয়েছেন পিকেএসএফ'র ফেডেক প্রকল্পের যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বলরামপুর গ্রামের জালাল উদ্দিন

ভ্যালু চেইন প্রকল্পের একটি টমেটো ক্ষেতে পরিচর্যা করছেন কৃষক

টমেটো চাষের লাভের টাকায় ছেলে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে

পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাঘারপাড়া উপজেলার দাদপুর গ্রামের গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ করে অন্যতম সফল চাষি পরিতোষ ঘোষ। গত তিন বছর ধরে তিনি গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ করছেন। পরিতোষ ঘোষ বলেন, প্রথম বছর তিনি সাত শতাংশ জমিতে টমেটো চাষ করেন। টমেটো চাষে অসাধারণ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ২০১০ সালে পরিতোষ ঘোষের হাতে সেরা টমেটো চাষির পদক তুলে দেয়। টমেটো চাষে ধারাবাহিক সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন ২০১২ সালে পরিতোষকে সেরা টমেটো চাষির পুরস্কার দেয়। ২০১২ সালে ১৮ শতাংশ জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ করে পরিতোষ ঘোষ দেড় লাখ টাকা লাভ করেন। টমেটো আবাদ বেশি লাভজনক হওয়ায় চলতি মৌসুমে তিনি ৪০ শতাংশ জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করবেন বলে জানান। পরিতোষ ঘোষ জানান, চলতি বছর টমেটো আবাদ সম্প্রসারণের জন্য টমেটো বিক্রির এক লাখ টাকায় তিনি কিছু জমি বন্ধক নিয়েছেন। এক ছেলে আর এক মেয়ের বাবা পরিতোষ টমেটো আবাদ করে এখন সচ্ছল জীবনযাপন করছেন। নির্মাণ করেছেন একটি সেমি পাকা বাড়ি। লাভের টাকায় বছর বছর সম্প্রসারণ করছেন টমেটো আবাদ। টমেটো বিক্রির লাভের টাকায় তিনি ছেলেকে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়াচ্ছেন। আর মেয়ে স্থানীয় একটি স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে পড়ছে।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে বিশেষ সফলতা পেয়েছেন রফিকুল ইসলাম

পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাঘাড়পাড়ার জামদিয়া ইউনিয়নের ছোট ভিটাবল্লা গ্রামের এই সফল চাষি গত মৌসুমে ১৫ শতক জমিতে টমেটো আবাদ করেন। এতে তার খরচ হয় প্রায় ৬০ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে রফিকুল তিন লাখ ৭০ হাজার টাকার টমেটো বিক্রি করেছেন। এই জমি থেকে আরো অন্তত ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকার টমেটো বিক্রি করতে পারবেন বলে রফিকুল আশাবাদী। তিনি বলেন, এর আগে ১৫ শতাংশ জমিতে তিনি ধান আবাদ করেন। এতে নয় মণ ধান উৎপাদন হয়। প্রতি মণ ৬০০ টাকা হিসেবে তিনি মাত্র পাঁচ হাজার ৪০০ টাকায় ধান বিক্রি করেন। সেই একই পরিমাণ জমিতে টমেটো আবাদ করে কয়েকশ গুণ বেশি লাভ করেছেন। বেজায় খুশি রফিকুল ইসলাম। আর এই লাভের টাকায় তিনি টমেটো আবাদ সম্প্রসারণ করবেন। এজন্য তিনি ৭৮ শতক জমি এবছর বন্ধক নিয়েছেন। রফিকুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে সবচেয়ে লাভজনক ফসল হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ। তিনি জানান, কেবল টমেটো আবাদ করে তার এলাকার অনেক যুবক এখন দামী মোটরসাইকেল হাকিয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়িও করেছেন অনেকে।

দাদপুর গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু এখন ২৭ গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে টমেটো চাষ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বাঘারপাড়া উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এসএম মাহবুবুর রহমান বলেন, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের আগে বাঘারপাড়া অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সবজি, ধান, পাট ও কলাই আবাদ হতো। এসব ফসলে খুব বেশি লাভ হতো না। গ্রীষ্মকালীন টমেটো শীত মৌসুম আসার পরও দুই থেকে তিন মাস ফলন পাওয়া যায়। শীতকালীন টমেটো আবাদে শতাংশ প্রতি খরচ পড়ে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা। আর গ্রাষ্মকালীন টমেটোর শতাংশপ্রতি আবাদ খরচ পড়ে সাড়ে সাত থেকে আট হাজার টাকা। শীতকালীন টমেটো শতাংশ প্রতি ফলন পাওয়া যায় ৩০০ কেজি। সেখানে গ্রীষ্মকালীন টমেটো শতাংশপ্রতি ফলন পাওয়া যায় ৫০০ কেজি। গ্রীষ্মকালীন টমেটোর দামও বেশি পাওয়া যায়।

প্রচলিত পদ্ধতিতে টমেটোসহ অন্যান্য ফসল আবাদে খুব বেশি লাভ হয় না। প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে এখন গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ অনেক বেশি লাভজনক। আট থেকে দশ মাসের টমেটো বিক্রি করা যায়।

ফেডেক প্রকল্পের আওতায় 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের মশিউর রহমান যশোরের বাঘারপাড়ায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদে কৃষকের

ফেডেক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের টমেটো চাষিদের কথা শুনছেন কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সম্পৃক্ত করার কাহিনী সম্পর্কে বলেন, অন্যান্য ঋণ কর্মসূচিতে প্রতি সপ্তাহে কিস্তি আদায়ের নিয়ম থাকলেও ২০০৬ সালে কিস্তিবিহীন ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ শুরু করা হয়। তবে শর্ত থাকে টমেটো উৎপাদন শুরু হলে কিস্তিতে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হবে। ওই বছর দেড় শ' চাষী গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ করে লাভবান হন। পরের বছর টমেটোচাষির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় দুইশতে। ২০০৯ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাঘারপাড়া এলাকার গ্রীষ্মকালীন টমেটো ক্ষেত পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি পিকেএসএফ-এর Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের অর্থায়নে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন করছে যশোরে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন।

পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের মশিউর রহমান আরও বলেন, বাঘারপাড়ার দাদপুর গ্রাম থেকে প্রথম গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ শুরু হয়। এখন তা সম্প্রসারিত হয়ে বাঘাড়পাড়া উপজেলার জামদিয়া, নারিকেলবাড়িয়া, দোহাকোলা, বন্দবিলা ইউনিয়নের ২৭টি গ্রামের কৃষকরা গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদে ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েছেন। গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদের ফলে এ অঞ্চলে মৌসুমি বেকারের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিএকেএসএফ) এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অপারেশন্স) কৃষিবিদ মো. মজনু সরকার বলেন, প্রচলিত ফসল আবাদে খুব বেশি লাভ হয় না। প্রচলিত ফসলের পরিবর্তে এখন গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ অনেক বেশি লাভজনক। আট থেকে দশ মাসের টমেটো বিক্রি করা যায়। গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ একটি গ্রিনহাউজ প্রযুক্তির মতো পদ্ধতি। এই প্রযুক্তিতে পলিথিন দিয়ে ক্ষেতের চালা ঢেকে রাখা হয়। এতে করে ক্ষেতের ভেতরে-বাইরে তাপমাত্রা একই রকম ধরে রাখা সম্ভব হয়।

এছাড়া পাখি, কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধে জাল ব্যবহার করতে হয় গ্রীষ্মকালীন টমেটো ক্ষেতে। তিনি আরো বলেন, দেশে বর্তমানে ব্যাপকহারে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ হওয়ায় ভারত থেকে টমেটো আমদানি অনেকটা কমে গেছে। টমেটো চাষের এই প্রযুক্তি কৃষকরা ধরে রাখতে পারলে খামারীদের যেমন অভাব থাকবে না, তেমনি মৌসুমি বেকারের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাবে।

কৃষিবিদ মজনু সরকার আরও বলেন, সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত অর্গানিক পদ্ধতিতে টমেটো আবাদ চলছে। পুরো আবাদ প্রক্রিয়া হচ্ছে জৈব সার এবং জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে। নিমপাতা বেটে সাবানের ফ্যানার সঙ্গে মিশিয়ে অথবা তামাক পাতার সঙ্গে সাবানের ফ্যানা মিশিয়ে তৈরি করা হয় জৈব কীটনাশক। ভারমী বা কেঁচো দিয়ে তৈরি জৈব সার টমেটো ক্ষেতে প্রয়োগ করা হয়। এই জৈব সার আর কীটনাশক ব্যবহারে একদিকে খরচ কম হচ্ছে, অন্যদিকে পাওয়া যাচ্ছে বিষমুক্ত টমেটো।

বাঘারপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দীপঙ্কর দাশ বলেন, ভালো বীজ ব্যবহার এবং সঠিক সময়ে চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এই উপজেলার মাটি টমেটো চষের জন্য খুবই উপযোগী। বাঘাড়পাড়ায় ২৮ হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ হচ্ছে। পাশাপাশি বাঘারপাড়ার আশপাশের গ্রামগুলোতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ লাভজনক হওয়ায় তা খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিন বছর আগে যেখানে মাত্র ১০ হেক্টর জমিতে এই টমেটোর আবাদ হতো, এখন তা ২৮ হেক্টর ছাড়িয়ে গেছে বলে কৃষিবিদ দীপঙ্কর দাশ জানান। জেলায় ১৩ থেকে ১৫ কোটি টাকার টমেটো উৎপাদিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই কর্মকর্তা আরো জানান, যশোরের গ্রীষ্মকালীন টমেটো ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছে। এটির চাষ লাভজনক বলে অনেকেই এগিয়ে আসছেন। আগে গ্রীষ্মকালে টমেটো ভারত থেকে আমদানি করা হতো। বর্তমানে আমদানি নেই। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রদর্শনী প্লটের জন্য কৃষকদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা দিচ্ছে। এ ছাড়া গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের জন্য কৃষকদের সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে বিঘাপ্রতি লাভ লাখ টাকা

"গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ ও উৎপাদন করে যশোরের চাষিরা সফল হওয়ায় গোটা এলাকায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ ও উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন সবজি চাষিরা। ক্রমান্বয়ে সারা দেশে টমেটোর নতুন জাত ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প যশোরে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ বাড়ছে। স্থানীয় বাজার ছাড়াও যশোরের গ্রীষ্মকালীন টমেটো দেশের বিভিন্ন জেলার চাহিদা মেটাচ্ছে। বিঘাপ্রতি টমেটো চাষে প্রায় লাখ টাকার মতো লাভ হওয়ায় প্রতি মৌসুমে চাষের জমির পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এই অঞ্চলের কৃষক।

ভোক্তারা গ্রীষ্মকালেও টমেটোর স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার দাদপুর এলাকার বলরামপুর গ্রামের কৃষক মোঃ নূর মোহাম্মদ, মোঃ তালেব আলী, মোঃ আমজাদ হোসেন, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ ও মোঃ মোকাদ্দেস আলী জানালেন, তারা স্বাবলম্বী হয়েছেন। তাদের মতো এলাকায় বহু কৃষক গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ ও উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। একজন চাষি মাত্র ৭ শতক জমিতে টমেটো চাষ করে প্রায় ৬০ হাজার টাকা আয় করেছেন, যা অভাবনীয়। সংশ্লিষ্টদের হিসাব মতে, প্রতিবিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ করে প্রায় আড়াই লাখ টাকা আয় হচ্ছে সকল খরচ বাদ দিয়ে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো শীতকালীন টমেটোর মতোই স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। নতুন জাতের উৎপাদিত গ্রীষ্মকালীন টমেটো শীতকালীন টমেটোর চেয়েও বেশি স্বাদের বলে ভোক্তারা জানিয়েছেন। যশোরের দাদপুর এলাকার বেশ কয়েকজন উদ্যোগী চাষি কয়েকবছর ধরে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জাত চাষ করে আসছেন। চাষিরা জানান, গত গ্রীষ্ম মৌসুম থেকে শুরু করে

টমেটোর চাষ বর্তমান গ্রীষ্ম মৌসুম পর্যন্ত বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যেমে টমেটো উৎপাদন করে বাজারজাত করে আসছেন চাষিরা।

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ ও উৎপাদন করে যশোরের চাষিরা সফল হওয়ায় গোটা এলাকায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদ ও উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন সবজি চাষিরা। সারা দেশে নতুন টমেটোর জাত ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে দেশ বিরাট উপকৃত হবে। পুরোদমে চাষাবাদ সম্ভব হলে দেশের চাহিদা মিটানোর পর বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে টমেটো। কৃষি বিজ্ঞানীরা আরো জানান, বর্ষা মৌসুমে টমেটোর গাছ বাঁচিয়ে রাখতে বাঁশের কাঠামোতে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে স্বচ্ছ পলিথেনের ছাউনি দিতে হয়। ৩ মাসের মাথায় অক্টোবরের দিকে পলিথিন ছিড়ে দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তখন বৃষ্টিপাত কমে যায়। এ সময় গাছের উচ্চতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়ে লতিয়ে যায়। ছেঁড়া পলিথিন ফেলে দিয়ে বাঁশের কাঠামো রেখে দিয়ে লতিয়ে যাওয়া টমেটো গাছের মাঁচা হিসেবে কাজ করে। মাঁচা সদৃশ্য ট্যানেলের নীচে টমেটোর ফলন চোখে পড়ার মতো। নতুন চাষ পদ্ধতিতে নতুন জাতের গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ ও উৎপাদন গোটা অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে।

ইলিয়াস হোসেন ২২ শতক, আবদুর রহিম ৩৩ শতক, সফিয়ার রহমান ৫০ শতক, মাসুম বিল্লাহ ১৭ শতক, ইকরাম হোসেন ৩৩ শতক জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ করেছেন। তারা জানান, তাঁরা টমেটো চাষ করে সংসারে সুখ এনেছেন। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

ফেডেক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের টমেটো চাষিদের সাথে মতবিনিময় করছেন ইফাদ প্রতিনিধি দল

"গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প"-এর সফলতা

২০১২ সালের শুরুর দিকে প্রকল্প এলাকায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ জন। শীতকালীন টমেটোর চাইতে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাহিদা ও বাজার মূল্য বেশী। ফলে এ ফসল উৎপাদন করে কৃষকরা অধিক লাভবান হতে পারবে। ইতিমধ্যে স্থানীয়ভাবে একটি বাজারও তৈরি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা স্থানীয় বাজারে এসে টমেটো ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়ায় বিক্রি করে থাকে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ একটি অত্যন্ত প্রযুক্তির নির্ভর এবং চাষে প্রচুর খরচ হয়। তাই প্রকল্প এলাকায় চাষীরা এ টমেটো চাষ করতে আগ্রহী হলেও চাষটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ এবং খরচ বেশি হওয়ায় প্রযুক্তিটি সম্প্রসাণের মাধ্যমে চাষীদের আয় বৃদ্ধিকরণ লক্ষ্যে "গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক একটি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হয়।

২০১২ সালে টমেটো উৎপাদন করে ২১৪ জন চাষী	
মোট জমির পরিমাণ	ঃ ৩১৪৮ শতাংশ
খরচ হয়েছে	ঃ ১,৩৯,৯৩,৭৫০/-
মোট উৎপাদন হয়েছে	ঃ ৮৫৩৪৭১ কেজি
মোট বিক্রয় মূল্য	ঃ ২,৩২,৩৫,৯৮০/-
মোট লাভ হয়েছে	ঃ ৯২,৪২,২৩০/-

প্রকল্পটি পিকেএসএফ'র সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, যশোর কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার মোট ৪০০ জন চাষীকে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের উপর হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং প্রযুক্তিটি যাতে চাষীরা হাতেকলমে করতে পারে সে জন্যেই প্রকল্পে ১জন কৃষিবিদকে টেকনিক্যাল অফিসার হিসেবে এবং ২জন কৃষি ডিপ্লোমাধারীকে সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার হিসেবে প্রকল্প এলাকায় সর্বক্ষণিকভাবে রাখার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। যারা সার্বক্ষনিক প্রকল্প এলাকাতে অবস্থান করেন এবং সরেজমিনে প্রতিদিন চাষীদের ক্ষেতে গিয়ে হাতেকালমে টমেটো চাষ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। ২০১২ সালে অত্যান্ত সফলতার সহিত ৪০০ জনের ভিতর ২১৪ জন চাষী টমেটো চাষ করে সফল হন। তারা মোট ৩২১৩ শতাংশ জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করেন। প্রতি শতাংশ খরচ হয় ৪০০০-৫০০০/- টাকা, বিক্রয় করে খরচবাদ দিয়ে লাভ করেন ৬০০০-১০০০০/- গড়ে। তবে অনেকেই এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি লাভ করে থাকেন।

প্রযুক্তিটি সম্পূর্ণ নতুন স্থানে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে এবং আরও অধিক সংখ্যক চাষীকে এ চাষের আওতায় আনার জন্যে ২০১৩ সালে একই আদলে সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় যশোরের শার্শা উপজেলায় ৩০০ জন চাষীকে নিয়ে নতুন আরও একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। "গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প। ইতিমধ্যে প্রকল্পটির ৩০০ জন চাষীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারা প্রত্যেকে এ মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করছে। আশা করা যাচ্ছে প্রকল্প-১ এর ৪০০ জনসহ প্রকল্প-২ এর ৩০০ জন মোট ৭০০ জন চাষী এ বছর গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করবে। প্রকল্পের চাষীদের দেখাদেখি প্রকল্পের আশপাশে এলাকাতে প্রযুক্তিটি ছড়িয়ে পড়ছে। এ বছরে প্রকল্পের সহায়তায় ১০টি প্রদর্শনী প্লটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি সফল হলে বিষমুক্ত গ্রীষ্মকালীন টমেটোর উৎপাদনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
জেসিএফ ভবন, ৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-৪২১-৬৮৮২৩, +৮৮০-৪২১-৬১৯৮৩; ফ্যাক্স: +৮৮০-৪২১-৬৮৮২৪
ই-মেইল: jcjsr@ymail.com, jcfmfi@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.jcf-bd.org